আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধু

মূল
ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀

অনুবাদ
সিফাত-ঈ-মুহাম্মাদ

সম্পাদনা
আসাদ আফরোজ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় **আউলিয়ার প্রকারভেদ ৯**

রহমানের আউলিয়া ১০

শয়তানের আউলিয়া ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় **দুই দলের মধ্যে পার্থক্যের বাধ্যবাধকতা ১৬**

বিশুদ্ধ হাদীসে আউলিয়াদের মর্যাদা ১৬

আউলিয়া শব্দের অর্থ ১৮

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার উৎস ১৯

নবিগণ শ্রেষ্ঠ আউলিয়া ২০

শ্রেষ্ঠ নবির শ্রেষ্ঠ উম্মাহ ২১

রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত কেউ ওলি হতে পারে না ২২

শয়তানের আউলিয়াদের কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাস ২৬

আসহাবুস সুফফা ২৭

আউলিয়া-আবদাল সম্পর্কিত কিছু বানোয়াট বর্ণনা ৩০

রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি নেই ৩২

সাধুদের অসাধুতা ৩৬

শয়তান যাদের সহচর ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় **ঈমান ও নিফাকের মিশ্রণ ৪০**

চতুর্থ অধ্যায় **আউলিয়াদের মর্যাদার স্তরভেদ ৪৪**

অগ্রবর্তী দল ও ডানদিকের দল ৪৪

যারা নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারাই অগ্রবর্তী ৪৮

নবিদের মর্যাদার স্তরভেদ ৫১

পঞ্চম অধ্যায় উম্মাতে মুহাম্মাদের তিনটি দল ৫৪
কবীরা গুনাহগারদের পরিণতি ৫৬
মু'তাযিলা ও মুরজিয়াদের বিভ্রান্তির খণ্ডন ৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায় বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি ৬০

সপ্তম অধ্যায় জান্নাতের বিভিন্ন মানযিল ও মুমিনের মর্যাদা ৬৩

অষ্টম অধ্যায় আউলিয়া হওয়ার শর্ত ৬৮
যাদের থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ৬৯
মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ওলায়াত ৭০

নবম অধ্যায় পোশাক ও বেশভূষা ৭৩
যারা দরিদ্র জীবনযাপনকারী ও সংসারবিরাগী ৭৪
সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তি তাকওয়া ৭৫
যারা দরিদ্র ৭৬
ইসলামের শ্রেষ্ঠ আমল ৭৮
সর্বোত্তম হিদায়াত রাসূলের হিদায়াত ৮৩

দশম অধ্যায় ওলি হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয় ৮৫
ইজতিহাদি ভুলের গুনাহ নেই ৮৮
যারা মুহাদ্দাস ৮৯
উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আউলিয়া যারা ৯০
কুরআন-সুন্নাহকে
শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা কাদের বৈশিষ্ট্য? ৯৩
আউলিয়াদের অন্ধ অনুসরণকারী খ্রিষ্টানদের মতো ১০০
আউলিয়াদের অনুসরণে বিভ্রান্তির কারণ ১০৩
কারামাত ওলায়াতের প্রমাণ নয় ১০৩
অন্তরে ঈমানের নূর থাকলে
সঠিক আউলিয়া চেনা যায় ১০৮

একাদশ অধ্যায় হাকীকাত ও শারীয়াত ১১০

দ্বাদশ অধ্যায় নবিদের তুলনায় আউলিয়াদের মর্যাদা ১১৬

সাহাবিদের মর্যাদা ১১৭

ইবনু আরাবির ভ্রান্ত চিন্তাধারা ১১৯

জাহিরি-বাতিনি ইলম ১২২

নাস্তিক্যবাদী দর্শন ও শয়তানের আউলিয়া ১২৪

গ্রীক দর্শনের প্রভাব ১২৫

আকলের মর্যাদা-সংক্রান্ত জাল বর্ণনা ১২৮

যারা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ১৩২

যারা সর্বেশ্বরবাদী ১৩৭

শয়তানের আউলিয়ারা কল্পনার জগতে বিচরণকারী ১৩৮

যাদের কাছে শয়তান অবতরণ করে ১৪২

হলুল ও ইত্তিহাদ ১৪৬

শয়তানের আউলিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা ১৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় তাকদীরের হাকীকাত ১৬০

গুনাহের পক্ষে তাকদীরের দোহাই দেওয়া অবৈধ ১৭০

আদম ﷺ ও মূসা ﷺ-এর বিতর্ক ১৭২

তাকদীরের ওপর সন্তুষ্টি ১৭৫

শারীয়াত-ভিন্ন কোনো তরীকাত নেই ১৭৯

চতুর্দশ অধ্যায় সৃষ্টি-সংক্রান্ত ও দ্বীন-সংক্রান্ত বিষয়াদি ১৮৩

মুজিযা ও কারামাত ২০৬

সাহাবিদের কারামাত ২০৯

তাবিয়িদের কারামাত ২১২

কারামাতের নামে শয়তানের কারসাজি ২১৮

পঞ্চদশ অধ্যায় রাসূলের অনুসরণ বাধ্যতামূলক ২৪২

প্রথম অধ্যায়

আউলিয়ার প্রকারভেদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তার কাছেই সাহায্য চাই এবং হিদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। নফস ও মন্দ আমলের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই।

আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তা অন্যান্য সকল দ্বীনের (ধর্ম ও মতবাদ) ওপর বিজয়ী হতে পারে। আর এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কিয়ামাত দিবসের পূর্বে শেষ জামানায় তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে! তিনি পথহারা লোকদের এর মাধ্যমে পথ দেখিয়েছেন, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন এবং লাগামহীন ছুটে চলা মানুষদের ন্যায়নীতি ও শৃঙ্খলা শিখিয়েছেন। এর মাধ্যমে বহু অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়েছে, বহু বধির শ্রবণশক্তি ফিরে পেয়েছে, আর অনেক তালাবদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত হয়েছে!

তিনি সত্য থেকে মিথ্যা পৃথক করার মানদণ্ড (ফুরকান) প্রতিষ্ঠা করেছেন, সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন, ন্যায়নীতি হতে নফসের খেয়ালখুশির অনুসরণকে পৃথক করেছেন।

মুমিন থেকে কাফিরদের পৃথক করেছেন, সৌভাগ্যবান জান্নাতি ব্যক্তিদের থেকে দুর্ভাগা জাহান্নামি ব্যক্তিদের পৃথক করেছেন। একইভাবে, তিনি আল্লাহর আউলিয়াদের থেকে আল্লাহর দুশমনদের পৃথক করেছেন।

তারাই আল্লাহর আউলিয়া, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ রহমানের প্রিয় বান্দা হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

আর তারাই আল্লাহর দুশমন, যাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এরাই হলো শয়তানের আউলিয়া!

আউলিয়া দুই প্রকার :

১. রহমানের আউলিয়া,

২. শয়তানের আউলিয়া।

রহমানের আউলিয়া

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মধ্যে কিছু আছে আল্লাহর আউলিয়া আর কিছু শয়তানের আউলিয়া। উভয় ধরনের আউলিয়ার পার্থক্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

“মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।”[১]

اللَّـهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

“যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার

[১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২-৬৪।

থেকে আলোতে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো আগুনের অধিবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।"[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّـهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّـهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّـهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّـهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।

বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।

মুমিনরা বলবে, এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম

[২] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৭।

থেকে ফিরে যাবে, আল্লাহ অচিরেই এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেইসব মুমিন যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় ও বিনম্র।

আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।"[৩]

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّـهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

"এ ক্ষেত্রে যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহরই, যিনি সত্য। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ।"[৪]

শয়তানের আউলিয়া

শয়তানের আউলিয়াদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

"অতএব যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তার আধিপত্য চলে না তাদের ওপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে। তার আধিপত্য তো তাদের ওপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা

[৩] সূরা মাইদা, ৫ : ৫১-৫৬।

[৪] সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ৪৪।

তাকে অংশীদার মানে।"[৫]

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একেবারেই দুর্বল।"[৬]

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

"যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সাজদা করো, তখন সবাই সাজদা করল; ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালিমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট প্রতিদান।"[৭]

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّـهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদের আশ্বাস দেব, তাদের পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদের আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।"[৮]

---

[৫] সূরা নাহ্‌ল ১৬ : ৯৮-১০০।

[৬] সূরা নিসা, ৪ : ৭৬।

[৭] সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ৫০।

[৮] সূরা নিসা, ৪ : ১১৯।

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই-না উত্তম কর্মবিধায়ক।

অতঃপর তারা ফিরে এল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।

এরা যে রয়েছে, এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কোরো না; বরং আমাকেই ভয় করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[৯]

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إلى قوله وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا إلى قوله إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّـهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"... আমি শয়তানদের তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা যখন কোনো মন্দ কাজ করে, তখন বলে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এমনই করতে দেখেছি। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।"[১০]

---

[৯] সূরা আ-লে ইমরান, ৩ : ১৭৩-১৭৫।

[১০] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৭-২৮, ৩০।

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

"...নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে..."[১১]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন,

يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

"হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।"[১২]

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।"[১৩]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র কোরো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১৪]

---

[১১] সূরা আনআম, ৬ : ১২১।

[১২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪৫।

[১৩] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১।

[১৪] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুই দলের মধ্যে পার্থক্যের বাধ্যবাধকতা

মানুষের মধ্যে যেভাবে রহমানের আউলিয়া আছে, তেমনিভাবে শয়তানেরও আউলিয়া আছে।

এই বিষয়টি জানার পর আমাদের কর্তব্য উভয় দলের মধ্যে সেভাবে পার্থক্য করা যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পার্থক্য করেছেন। মুমিন মুত্তাকীরা আল্লাহর আউলিয়া। আল্লাহ বলেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّـهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।"[১৫]

বিশুদ্ধ হাদীসে আউলিয়াদের মর্যাদা

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন "যে ব্যাক্তি আমার কোনো ওলির সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা কিছু ফরয করেছি, তা আদায়ের মাধ্যমে সে আমার যতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে পারে অন্য কিছুর মাধ্যমে ততটুকু পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতেই থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন

[১৫] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২-৬৩।

আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। যদি সে আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোনো কাজে এতটা দ্বিধা করি না, যতটা মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি।"[১৬]

এটি আল্লাহর আউলিয়াদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাখ্যা করেছেন, যদি কেউ আল্লাহর আউলিয়াদের সাথে শত্রুতা করে তবে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো!

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَإِنِّيْ لَأَثْأَرُ لِأَوْلِيَائِيْ كَمَا يَثْأَرُ اللَّيْثُ الْحَرِبُ

"আমি আমার আউলিয়ার পক্ষে সেভাবে প্রতিশোধ নিই, যেভাবে লড়াইরত সিংহ প্রতিশোধ নেয়।"[১৭]

অর্থাৎ, লড়াইরত সিংহ যেভাবে প্রতিশোধ নেয়, তিনিও সেভাবে তার আউলিয়ার বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন। কেননা, আল্লাহর আউলিয়া হলো সেই সকল মানুষ, যারা তার ওপর ঈমান রাখে এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করে। ফলে আল্লাহ যা ভালোবাসেন তারাও তা ভালোবাসে, আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তারাও তা ঘৃণা করে, যাতে আল্লাহ খুশি হন তারাও তাতে খুশি হয়, যাতে আল্লাহ অখুশি হন তারাও তাতে অখুশি হয়। তিনি যেসব কাজের আদেশ করেন তারা সেসব কাজ পালন করে, অন্যকেও তা করতে আদেশ করে। তিনি যা নিষেধ করেন তারা সেসব থেকে নিজেরা বিরত থাকে, অন্যকেও তা থেকে নিষেধ করে। যেসব খাতে খরচ করলে আল্লাহ খুশি হন, তারা সেখানে খরচ করে। আর যেখানে অর্থ খরচ করলে আল্লাহ অখুশি হবেন, সেখানে অর্থ প্রদানে বিরত থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঈমানের সবচেয়ে মজবুত আংটা (কড়া) হলো, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা।"[১৮]

---

[১৬] বুখারি, ৬৫০২।

[১৭] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১২৪৯, একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

[১৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২৮৬; আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৭৭।

আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশমনি করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করবে এবং দান করা থেকে বিরতও থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করে নিয়েছে।"[১৯]

আউলিয়া শব্দের অর্থ

'আউলিয়া' (أَوْلِيَاءُ) শব্দটি বহুবচন; এর একবচন 'ওলি'(وَلِيٌّ) , যার শব্দমূল এসেছে 'ওয়াও, লাম, ইয়া' (و-ل-ي) হতে।

'ওলায়াত' (وَلَايَةٌবন্ধুত্ব, মিত্রতা, অভিভাবকত্ব) শব্দটির বিপরীত শব্দ 'আদাওয়াত' (عَدَاوَةٌশত্রুতা)।

'ওলায়াত' শব্দের মৌলিক অর্থ ভালোবাসা ও নৈকট্য,

এবং 'আদাওয়াত' শব্দের অর্থ ঘৃণা, বৈরিতা ও দূরত্ব।

এ ক্ষেত্রে নামকরণের সার্থকতা সুস্পষ্ট।

আবার এমনও বলা হয় যে, ওলিকে 'ওলি' বলার কারণ হলো, সে আল্লাহর আনুগত্যে ধারাবাহিক থাকে। তবে এর চেয়ে পূর্বের ব্যাখ্যাই অধিক সঠিক। সুতরাং 'ওলি' অর্থ নৈকট্যপ্রাপ্ত। যেমন: বলা হয়, هٰذَا يَلِي هٰذَا = এটি ওটির নিকটবর্তী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস থেকেও এই অর্থ বুঝে আসে :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"(উত্তরাধিকার সম্পত্তির) অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটতম (আওলা-أَوْلَى, আলোচ্য শব্দমূলের পরম অর্থবোধক) পুরুষ লোকের প্রাপ্য।"[২০]

অর্থাৎ, 'আওলা' শব্দের দ্বারা এখানে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়কে বোঝানো হয়েছে।

---

[১৯] আবূ দাউদ, ৪৬৮১; তিরমিযি, ২৬৪২, সহীহ।

[২০] বুখারি, ৬৭৩২; মুসলিম, ১৬১৫।

'পুরুষ' শব্দের পর 'লোক' (رَجُلٍ ذَكَرٍ) শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুত্বারোপ করে বোঝানো হয়েছে, এই বিধানটি কেবল পুরুষ আত্মীয়ের জন্য, এখানে নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়। একই অর্থবোধক শব্দ একাধিকবার ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুত্ব বোঝানোর চল রয়েছে। যেমন যাকাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

(...فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ...)[২১]

এখানে, নির্দিষ্ট বয়সের দুগ্ধপোষ্য মদ্দা উটকে বোঝানো হয়েছে, 'উট' পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হবার পরেও (ذَكَرٍ) 'মদ্দা' শব্দটি বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বা আতিশয্যবাচক মনে হলেও এর মাধ্যমে গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার উৎস

যিনি আল্লাহর ওলি, তিনি আল্লাহর সব বিধানের সাথে একমত পোষণ করেন এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাতে খুশি থাকেন ও সন্তুষ্টচিত্তে পালন করেন। আর আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তিনিও তা অপছন্দ করেন। তিনি সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করেন। সুতরাং সহজেই বোঝা যাচ্ছে, যারা আল্লাহর ওলির সাথে দুশমনি করে, তারা মূলত আল্লাহর বিরুদ্ধেই শত্রুতা করে।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।"[২২]

কাজেই, যারা আল্লাহর ওলির বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে তারা আল্লাহর প্রতিই শত্রুতা পোষণ করে, আর যে আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে সে তো আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত!

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর আউলিয়াদের

---

[২১] বুখারি, ১৪৫৪।

[২২] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১।

ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে বলেছেন,

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"যে আমার ওলির বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করল, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো।"[২৩]

নবিগণ শ্রেষ্ঠ আউলিয়া

আল্লাহর আউলিয়াদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম)। আর নবিদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন রাসূলগণ। আর রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন। কুরআনে তাদেরকে 'উলুল আযমি মিনার রুসুল' أُوْلُوْا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ বা 'দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী' বলা হয়েছে। তারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে; যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কোরো না।"[২৪]

অন্যত্র এসেছে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٧ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

[২৩] বুখারি, ৬৫০২।

[২৪] সূরা শুআরা, ৪২ : ১৩।

"যখন আমি নবিদের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার। সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[২৫]

শ্রেষ্ঠ নবির শ্রেষ্ঠ উম্মাহ

'দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী' রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নবিদের সিলমোহর, তার পরে আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি মুত্তাকী ব্যক্তিদের ইমাম (নেতা), আদম সন্তানদের শিরোমণি। মি'রাজের রাতে যখন সকল নবি একত্রে সালাত আদায় করেছিলেন, তখন তিনিই ছিলেন তাদের ইমাম ও খতীব। তিনি সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান (আল-মাকামুল মাহমূদ) এর অধিকারী, যে সম্মানের জন্য আগে-পরের সকল মানুষ তাঁর প্রতি ঈর্ষা অনুভব করবে। তিনি প্রশংসার পতাকা বাহক, হাউজে কাউসারের অধিকারী, যার চারপাশে বিচার-দিবসে মুমিনরা সমবেত হবে। তিনি বিচার-দিবসে সুপারিশকারী, 'আল-ওয়াসিলা' এবং 'আল-ফাদিলা'র অধিকারী, তাঁর কাছেই সর্বোত্তম কিতাব নাযিল হয়েছে, তাঁকে দ্বীনের সর্বোত্তম বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে, তাঁর উম্মাহকেই মানবজাতির সর্বোত্তম উম্মাহ বানানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে আল্লাহ তাআলা এমন-সব গুণাবলি, মর্যাদা ও কল্যাণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী কোনো জাতির মধ্যে এভাবে একত্রে ছিল না; বরং সকলের মাঝে পৃথক পৃথকভাবে বণ্টনকৃত ছিল। তাঁর উম্মাহই সর্বশেষ উম্মাহ, কিন্তু বিচার-দিবসে তাদেরই সবার আগে উঠানো হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ (উম্মাহ)। কিন্তু কিয়ামাতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে থাকব। তবে তাদের (ইয়াহূদী-খ্রিষ্টান) আমাদের আগে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং আমাদের তাদের পরে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের শুক্রবার দান করেছেন। অন্যান্য মানুষেরা

[২৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭-৮।

আমাদের অনুগামী। এ দিনের পরদিন (শনিবার) ইয়াহূদীদের এবং তার পরের দিন (রোববার) নাসারাদের...।"[২৬]

"সর্বপ্রথম আমাকেই জমিন থেকে উঠানো হবে।"[২৭]

"আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়াব এবং প্রবেশের চেষ্টা করব। প্রহরী ফেরেশতা বলবে, কে আপনি? যখন বলব আমি মুহাম্মাদ, তখন ফেরেশতা বলবে, আপনার আগে অন্য কারও জন্য দরজা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।"[২৮]

তাঁর এবং তাঁর উম্মাতের মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলি অসংখ্য। নুবুওয়তের মাধ্যমে তাঁকে আল্লাহ তাআলা তাঁর আউলিয়া ও দুশমনদের মাঝে পার্থক্যকারী বানিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত সমস্ত বিষয়ের ওপর ঈমান না এনে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর অনুসরণ না করে কেউ আল্লাহর ওলি হতে পারে না।

রাসূলের আনুগত্য ব্যাতীত কেউ ওলি হতে পারে না

যদি কেউ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ওলাইয়াত (মিত্রতা) দাবি করে কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে না, তবে সে আল্লাহর আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করে সে আল্লাহর দুশমন। শয়তানের আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে (রাসূল) অনুসরণ করো, যাতে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[২৯]

---

[২৬] বুখারি, ৮৯৬; মুসলিম, ৮৫৫।

[২৭] আবূ দাউদ, ৪৬৭৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৫।

[২৮] মুসলিম, ১৯৭।

[২৯] সূরা আ-লে ইমরান, ৩ : ৩১।

এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বাসরি ﵀ বলেন, 'কিছু মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করত, তাই তিনি তাদের পরীক্ষা করার জন্য এই আয়াত নাযিল করলেন।'[৩০]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যে রাসূলের অনুসরণ করে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে কিন্তু তাঁর রাসূলের অনুসরণ না করে, তবে সে আল্লাহর আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত না; যদিও সে নিজেকে বা অন্যরা তাকে আল্লাহর আউলিয়া মনে করুক না কেন! রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত তারা আল্লাহর নৈকট্যের ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। যেমন ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা; তারা নিজেদের আল্লাহর আউলিয়া বলে দাবি করে বলত, তারা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না! এমনকি তারা নিজেদের আল্লাহর প্রিয়ভাজন ও সন্তান-সন্ততি বলেও দাবি করে!

আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّـهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদের পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলে ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৩১]

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

---

[৩০] ইবনু জারীর তাবারি, তাফসীর, ৬/৩২২।

[৩১] সূরা মাইদা, ৫ : ১৮।

"ওরা বলে, ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত করো। হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[৩২]

আরব মুশরিকরা নিজেদের আল্লাহর দল বলে দাবি করত, কারণ তারা মক্কায় আল্লাহর ঘরের কাছে বসবাস করত। এটি ছিল তাদের গর্ব-অহংকারের উৎস। এ কারণে তারা নিজেদের অন্যান্য মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত। আল্লাহ বলেন,

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

"তোমাদের আমার আয়াতসমূহ শোনানো হতো, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে। এ বিষয়ে অহংকার করে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে।"[৩৩]

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহর ঘর কা'বাকে বোঝানো হয়েছে, যার ব্যাপারে তারা বলত, 'আমরাই এর অধিবাসী'; ফলে তারা অহংকার করত।[৩৪]

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَا ۙ إِنْ هَـٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّـهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

[৩২] সূরা বাকারাহ, ২ : ১১১-১১২।

[৩৩] সূরা মুমিনূন, ২৩ : ৬৬-৬৭।

[৩৪] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১০/১৩৩।

"আর কাফিররা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা যেমন চক্রান্ত করত আল্লাহও তেমনি কৌশল করতেন। বস্তুত আল্লাহর কৌশল-ই সর্বোত্তম। আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা আমাদের ওপর বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করো। অথচ আল্লাহ কখনোই তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না, যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন অথবা তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে। আর তাদের মধ্যে এমন কী বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের ওপর আযাব দান করবেন না? অথচ তারা মাসজিদুল হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো কেবল মুত্তাকীদের। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।"[৩৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, মুশরিকরা তার আউলিয়া নয়, তারা আল্লাহর ঘরের আউলিয়াও (রক্ষণাবেক্ষণকারী, তদারককারী) নয়। শুধু আল্লাহভীরু পরহেযগার লোকেরাই আল্লাহর আউলিয়া।

আমর ইবনুল আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই অমুক অমুক পরিবার আমার আউলিয়া নয়। (এভাবে তিনি আত্মীয়দের একদলকে বোঝালেন[৩৬]) কেবল আল্লাহ এবং নেক আমলকারী মুমিনগণই আমার আউলিয়া।"[৩৭]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَإِنَّ اللَّـهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

"...তবে জেনে রেখো, আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর

[৩৫] সূরা আনফাল, ৮ : ৩০-৩৪।

[৩৬] আরবী আউলিয়া শব্দের মাধ্যমে সাধারণভাবে যারা নিকটস্থ, প্রিয়, অথবা মিত্র তাদের বোঝানো হয়। এ ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরও বোঝানো হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৭] বুখারি, ৫৯৯০; মুসলিম, ২১৫।